দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... JUN 15 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম

দ্বীনী মাদ্রাসাগুলোতে ৩০% মহিলা নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হোক

মহানবী (সাঃ) এর আদর্শ প্রেমিকদের অক্লান্ত শ্রমের ফসল বাংলাদেশের দ্বীনি মাদ্রাসাগুলো আজ হুমকির মুখে। সরকার এখন কুচক্রী মহলের কু-পরামর্শে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত দ্বীনী মাদ্রাসাগুলোতেও ৩০% মহিলা শীক্ষিকা নিয়োগের এক অবাস্তব ও অসম্ভব শর্ত চাপিয়ে দিয়েছে। সম্পূর্ণ অ-বিবেচকের মত এ শর্তটি চাপিয়ে তারা মাদ্রাসা শিক্ষার অগ্রগতিকে শ্লথ করে দিয়েছে। নিবন্ধনের ধুয়া তুলে দীর্ঘ এক বছরের অধিককাল শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখায় অধিকাংশ মাদ্রাসায় এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য রয়েছে। ফলে ছাত্র/ছাত্রীদের লেখা-পড়ায় চরম বিঘ্ন ঘটছে। অধীর অপেক্ষার পর সেই কাঙ্খিত নিবন্ধনের ফলাফল প্রকাশের পরও অপেক্ষাকারীদের প্রতীক্ষার দিন শেষ হল না। তারা যে আশা করেছিল সে আশায় গুড়ে বালি। সরকারের চাপিয়ে দেয়া অবাস্তব শর্ত মতে আরবী প্রভাষকসহ অন্যান্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একাধিকবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও নিবন্ধনধারী কোন মহিলা প্রার্থী না পেয়ে পুরুষপ্রার্থী নিয়োগ দিলেও ডি.জি অফিস থেকে তাদের এম.পিও দেয়া হচ্ছে না। ইসলামী নেতৃবৃন্দের আন্দোলনের মুখে সরকার মাদ্রাসাগুলোর জন্য শর্তটি শিথিল করার মৌখিক আশ্বাস শুনালেও এটা ছিল নিছক চাতুরি মাত্র। এ শিথিলতার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোন চিঠি ইস্যু না করায় ডি.জি অফিস থেকে কোন প্রকার ছাড় দেয়া হচ্ছে না। কার্যত মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ আজও বন্ধই রয়েছে। এভাবে আর কতকাল চলবে?

সরকারের চাপিয়ে দেয়া শর্ত মোতাবেক এক একটি মাদ্রাসার ৮/৯ জন করে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে, আগামী ১৫/২০ বছরের মধ্যে শূন্য হওয়া সকল পদেই কেবল মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। তাহলে মহিলা প্রার্থী না পাওয়া গেলে কি মাদ্রাসাসমূহের শূন্যপদসমূহ শূন্যই থেকে যাবে? কোন ছাত্র মাদ্রাসা থেকে বোর্ডে স্ট্যান্ড করেও কি কোন মাদ্রাসার শিক্ষক হতে পারবে না? অপরদিকে একজন মেয়ে কোনরকমে নিবন্ধিত হতে পারলেই (আরবী এবারত পড়ার যোগ্যতা থাক বা না থাক) যে কোন সনামধন্য মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষকসহ ভারী ভারী পদগুলো তার হাতের মুঠোয় চলে আসবে? এতে কি শিক্ষার মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়বেনা? ভুক্তভোগীরা কেবল সরকারকে দোষারোপ করছে আর সুদিনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। উল্লেখিত সমস্যার আশু সমাধান না করলে দেশের মাদ্রাসাসমূহের সম্মুখে অপেক্ষা করছে এক ভয়াবহ দিন। তাই এ বিষয়ে ইসলামী নেতৃবৃন্দকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। সাথে সাথে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের বিবেচনা ও সু-দৃষ্টি কামনা করছি।

মাওঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম
আরবী প্রভাষক, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল কামিল মাদ্রাসা